প্রভুর ভোজের অর্থ

(Meaning of Lord's Supper)

১ম করিন্থীয় ১১ অধ্যায় ২৩-৩০ পদ

গত সপ্তাহে আমরা মাণ্ডলিক সংস্কার সম্বন্ধে শিখেছি। সংস্কার *(Sacrament)* সংস্কার হল, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সন্ধি বা চুক্তি সম্পর্কের বাহ্যিক বা দৃশ্যগ্রাহ্য চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক। নতুন নিয়মে, খ্রীষ্ট স্বয়ং দুটি সংস্কার স্থাপন করেছেন এবং আমাদের তা পালন করতে বলেছেন। এ দুইট হল, বাপ্তিষ্ম ও প্রভুর ভোজ। গত সপ্তাহে আমরা বাপ্তিষ্মের অর্থ কী, তা শিখেছি। আজ আমরা প্রভুর ভোজের অর্থ কী, তা শিখব।

অনেকে খ্রীষ্ট ধর্মকে ইহুদী ধর্মের শাখা হিসাবে চিন্তা করেন। এ কথা কখনও সত্য নয়। পরিবর্তে, আমরা ইহূদী ধর্মকে মুল স্রোত থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা বিচ্ছিন্ন ধর্ম হিসাবে চিন্তা করব। মানুষের পাপে পতনে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের উদ্ধারের কথা ঈশ্বর শুরুতেই (আদি ৩:১৫) জানিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে, ইস্রায়েল জাতিকে মনোনয়নের মাধ্যমে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পটভূমিকা তৈরী করেছেন। এই কারণেই মোশির দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থা বা বিধান দিয়েছিলেন বা ভাববাদীদের একের পর এক প্রেরণ করেছিলেন। তাই, যীশু ব্যবস্থা বা ভাববাদী লোপ করতে নয়, কিন্তু পূর্ণ করতে এই পৃথিবীকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন (মথি ৫:১৭)। পুরাতন নিয়মের শিক্ষা ও প্রতীজ্ঞা অনুসারেই যীশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করে যারা বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তারা পুরাতন নিয়মের শিক্ষাকেই অবহেলা করেছে ও মুল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (ইহুদী ধর্ম) শাখা নদীকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মাধ্যমে, আমরা মুল স্রোতে ভেসে চলেছি। যখন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি, তখন আমরা বুঝি যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মে একই ঈশ্বর কাজ করে চলেছেন এবং পাপ থেকে উদ্ধার করতে তিনি আমাদের একই উপায় দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, পুরাতন নিয়মে *(Old Testament)* যা ছিল ছায়া, নতুন নিয়মে *(New Testament)* তা কায়া হিসাবে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। পুরাতনে যা ছিল অস্পষ্ঠ, নতুনে তা স্পষ্ঠ হয়েছে। ইংরাজীতে *Testament* শব্দের একটি অর্থ হল চুক্তি/সন্ধি *(Covenant)* পুরাতন চুক্তি অনুসারে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের চুক্তি সম্পর্কের সূচনার বাহ্যিক ও দৃশ্যগ্রাহ্য চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক ছিল ত্বকচ্ছেদ; নতুন চুক্তিতে তা বাপ্তিষ্মে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার পুরাতন চুক্তি অনুসারে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের চুক্তি সম্পর্কের ক্রমশ অব্যাহতির বাহ্যিক ও দৃশ্যগ্রাহ্য চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক ছিল নিস্তার পর্ব; নতুন চুক্তিতে তাকে যীশু প্রভুর ভোজের আকার দিয়েছেন।

তাই, বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুর ভোজের উৎপত্তি স্থল হল পুরাতন নিয়ম। গত সপ্তাহে ত্বকচ্ছেদ ও বাপ্তিষ্ম সম্বন্ধে আমরা শিখেছি। আজ আমরা নিস্তারপর্ব ও প্রভুর ভোজ বিষয়ে শিখব। যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে, মিসরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের প্রজা ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের বর্ণনা পাই। তারা মিশরে ৪৩০ বৎসর দাসত্বের জীবন যাপন করেছিল (যাত্রা ১২:৪০)। তাদের কান্না ঈশ্বর শুনেছিলেন এবং তাদের উদ্ধার করতে তিনি মোশিকে তুলেছিলেন। মোশি মিসর রাজার (ফৌরণ) কাছে ঈশ্বরের মুখোপাত্র হয়ে জানালেন, "**তুমি ঈশ্বরের প্রজাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত কর, তাদের প্রান্তরে যেতে দাও, তারা ঈশ্বরের সেবা করবে**" (১৩:১৬)। কিন্তু কঠিন হৃদয়ের ফরৌণ সে কথায় রাজী হল না, ঈশ্বর কের পর এক মিসরের প্রতি আঘাত *(plague)* আনলেন। দশম আঘাতের আগে পর্যন্ত ফরৌণ হৃদয় কঠিন করেছিল। দশম আঘাতটি হল, মিসরের মানুষ ও তাদের পশুর প্রথম সন্তানের মৃত্যু (১১:৫)। এ ছিল এক মহা ভয়ঙ্কর আঘাত। সদাপ্রবুর সংহারকর্তা মিসরের উপর দিয়ে গেলেন, তাতে সকল মিস্রিয় পরিবারের প্রথম সন্তান ও তাদের পশুদের প্রথমজাত মারা গেল। কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন, ***"কিন্তু আমি চাই না আমার প্রজারা এই আঘাতের বলি হয়, তাই তাদের নিস্তার/উদ্ধার/রক্ষা করতে আমি মনস্থ করেছি।***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তোমাদের যা করতে হবে, তা হল, সেই দিন রাত্রে একটা এক বৎসরের নির্দ্দোষ ছেলে মেষশাবক ভোজনের জন্য বলি দিতে হবে'' (৫, ২১পদ)। তার পর ঐ মেষশাবকের রক্তে এক আটি এসোবে ডুবিয়ে, সেই রক্ত ঘরের দরজার কপালীতে ও দুই বাজুতে লাগাতে হবে (৭,২২ পদ)। সেই রাত্রে সেই মেষশাবকের মাংস আগুনে পুড়িয়ে খেতে হবে, সঙ্গে তাড়ীশূন্য রুটী ও তেতো শাক খেতে হবে (৮,৯ পদ)। *''তাহলে সংহারকর্তা তোমাদের ঘরের দরজায় সেই রক্ত দেখে, তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবেন না ও তোমাদের প্রথম জাতের মৃত্যু হবে না''* (২৩ পদ)। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের কথানুসারে সেদিন মাঝরাতে সেই সকল ঘটনা ঘটেছিল। রাজা থেকে শুরু করে কারাকূপে বন্দি মিস্রিয়দের প্রথমজাত সন্তান ও তাদের পশুদের প্রথমজাত শাবকরা মারা গেল; মিসরে মহাক্রন্দন উপস্থিত হল (২৯,৩০ পদ)। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজারা নিরাপদে রক্ষা পেল।

সেদিন রাতের ফরৌণ মোশিকে ডেকে বলল, *''তোমরা উঠ, ইস্রায়েল-সন্তানদের নিয়ে আমার প্রজাদের কাছ থেকে বের হয়ে যাও, তোমরা যাও, তোমাদের কথানুসারে সদাপ্রভুর সেবা কর''* (৩১পদ)। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের প্রজারা তাড়াতাড়ি মিসর ত্যাগ করল, ময়দার তালে তাড়ী মেশানোর সময় পর্যন্ত তাদের ছিল না (৩৪,৩৯ পদ)।

মিসরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের প্রজাদের এই উদ্ধারকে স্মরণ করে ঈশ্বর তাদের নিস্তার পর্ব পালন করতে আজ্ঞা করলেন। *''নিস্তার পর্বের ভোজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারকে স্মরণ করবে। অন্য জাতীয় কোন লোক তা ভোজন করতে পারবে না। কেবল ছিন্নত্বক ব্যক্তিই পারবে এর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের চুক্তিকে স্মরণ করবে''* (৪৩-৪৯ পদ)। আজ পর্যন্ত ইহুদীরা এই পর্ব পালন করে চলেছে।

মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার যীশুর দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধারের ছায়া মাত্র। তাই, ঈশ্বরের প্রজারা নিস্তার পর্ব পালনের মাধ্যমে যীশুর মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধারকেই আশা করেছে। এই কারণে, যীশু নিজের মৃত্যু দ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিস্তারপর্বের আশা পূর্ণ করেছেন ও নিস্তারপর্বকে নতুন আকার দিয়েছেন। যীশুকে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, আমরা আমাদের জীবনে মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারের পরিবর্তে, পাপ থেকে উদ্ধারকে স্মরণ করে যীশুর মৃত্যুকে স্মরণ করি (যিশা ৫৩:৫)। যীশু নিজে তাই তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ লগ্নে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার পর্বে অংশগ্রহণ করেন ও নিস্তারপর্বকে প্রভুর ভোজে রূপান্তরিত করেন (মার্ক ১৪:২৫)।

তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব পালন করেন। সেই রাত্রে যীশু নিস্তার পর্বের অর্থকে রূপান্তরিত করেন। *''তিনি রুটি নিলেন, আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গলেন, এবং শিষ্যদের দিলেন, বললেন, তোমরা নাও, এ আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া যায়, এ কাজ তোমরা আমার স্মরণার্থে কোরো''* (লুক ২১:১৯)। আবার পানপাত্রটি নিয়ে তিনি বললেন, *''এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের জন্য পাতিত হয়।''* কারণ আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য যীশুর রক্ত অবশ্য প্রয়োজন ছিল (লেবীয় ১৭:১১)।

যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে দেখে বলেছিলেন, ''ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান'' (যোহন ১:২৯)। পুরাতন নিয়মে মেষশাবকের বলিকৃত হওয়া এবং তার দ্বারা মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার প্রকৃত অর্থে যীশুর মৃত্যুর দ্বারা পাপ থেকে পরিত্রাণকেই নির্দেশ করে। তাই, পুরাতন ও নতুন নিয়ম কোন পৃথক কাহিনী নয়, কিন্তু একই কাহিনীর ক্রমশ আকার। যীশু যদিও শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার পর্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে, তিনি নিজে নিস্তার পর্বের দিন ঈশ্বরের মেষশাবক হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন (১করি ৫:৭)। তাই, বিশ্বাসী আমরা আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারার্থে যীশুর আত্ম-বলিদানকে স্মরণ করে প্রভুর ভোজ পালন করি।

এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন নামে পরিচিত- **প্রভুর ভোজ**

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(Lord,s Supper) **ধন্যবাদ-জ্ঞাপন** *(Eucharist)* **ও পবিত্র সহভাগিতা** *(Holy Communion)*। **প্রভুর ভোজ** কথার দ্বারা ২,০০০ বৎসর পূর্বে স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সাধিত এই ভোজকে নির্দেশ করা হয়। যা যীশু নিজে তাঁকে স্মরণার্থে পালন করতে আমাদের আদেশ করেছেন। ঈশ্বরের প্রজা হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্তে ক্রুশের উপর কী করেছেন, তা আমরা স্মরণ করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমাকে স্মরণ করি (১পিতর ১:১৮-১৯)। এই ভোজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি আমাদের পাপের ক্ষমা আমরা আমাদের কোন ক্ষমতায় অর্জন করতে পারি না; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আমাদের বিনামূল্যে দান করেছেন।

গ্রীক শব্দ *Eukharistos* থেকে **ইউখারিষ্ট** শব্দটি এসেছে। এর অর্থ, ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। যীশু রুটি ভাঙ্গার পূর্বে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, এবং তারপর আশীর্বাদ করেছিলেন। যীশু যদিও জানতেন, এরপর তাঁকে কীভাবে দুঃখভোগ করতে হবে ও মরতে হবে, তবুও তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তাই, প্রভুর ভোজ হল, মণ্ডলীর ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের ভোজ। এই ভোজে অংশগ্রহণের সময় যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুকে স্মরণ করে আমরা দুঃখিত হই, সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর যে মহৎ কাজ আমাদের জন্য সাধন করেছেন, তার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই ও আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ভালবাসা ও করুণার প্রতি আমাদের এই কৃতজ্ঞতা আমরা তাঁর প্রশংসাগান করে, আনন্দ করে প্রকাশ করি।

'পবিত্র সহভাগিতা' নামের দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে আবদ্ধ হওয়াকে নির্দেশ করে। তাই, বাপ্তিস্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার সূচনাকে যেমন চিহ্নিত ও মুদ্রাঙ্কিত করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই, পবিত্র প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণের দ্বারা সেই বন্ধনের ক্রমশ অব্যহতিকে চিহ্নিত ও মুদ্রাঙ্কিত করা হয়। এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি বলেন, ''আমি তোমাকে ভালবাসি,'' এবং আমরা ঈশ্বরকে বলি, ''প্রভু আমি তোমার প্রেম গ্রহণ করি, এবং তোমাকে আমি ভালবাসি।'' কিন্তু এই বন্ধন কেবল ঈশ্বর ও বিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বাসীদের মধ্যেও একইভাবে প্রযোজ্য। তাই, বিশ্বাসী আমরা যখন প্রভুর ভোজে অংশ নিই, আমরা নিজেদের যীশু খ্রীষ্টের একে অন্যের ভাই-বোন বলে স্বীকার করি।

আমরা যখন প্রভুর ভোজে অংশ নিই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে রুটি আমরা খাই, তা সত্যি সত্যি যীশুর মাংসে রূপান্তরিত হয় না বা যে দ্রাক্ষারস আমরা পান করি, তা যীশুর রক্তে রূপান্তরিত হয় না *(Transubstantiation)* । আবার ঐ রুটি বা দ্রাক্ষারসের ভিতরে, সঙ্গে বা নিচে (স্পঞ্জের মধ্যে যেমন জল) যীশুর খ্রীষ্টের দৈহিক উপস্থিতিও থাকে না *(Consubstantiation)* । খ্রীষ্ট কোন ভাবেই দৈহিক আকারে প্রভুর ভোজের রুটী বা দ্রাক্ষারসে উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু ঐ রুটী বা দ্রাক্ষারস অন্য সাধারণ রুটী বা দ্রাক্ষারস থেকে পৃথক; কারণ, খ্রীষ্ট আত্মাতে প্রভুরে ভাজের উপাদানের মধ্যে উপস্থিত থাকেন। পবিত্র আত্মার ব্যক্তিগত ও তাৎক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে কেবল বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এই সংস্কার কেবল তাকেই নির্দেশ করে। এই অর্থে যীশুর শিষ্যরা যে ভাবে যীশুর সঙ্গে এই ভোজে অংশ নিয়েছিল, বিশ্বাসী আমরাও একইভাবে অংশ নিই। শিষ্যদের কাছে যীশু দৈহিকভাবে উপস্থিত থাকলেও, রুটী বা দ্রাক্ষারসের মধ্যে তিনি দৈহিকভাবে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু শিষ্যরা প্রভুরে ভাজের উপাদানের মাধ্যমে আত্মিকভাবে যীশুর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাসী আমরাও একইভাবে আজ একই আশীর্বাদ গ্রহণ করি।

এ কথা সত্য যে, যীশুর সঙ্গে যিহূদাও রুটী খেয়েছিল। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, যিহূদা রুটীর সঙ্গে যীশুকে খেতে পারেনি। কারণ, যীশু নিজে বলেছেন, ''যে আমার মাংস ভোজন ও রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহকে শেষ দিনে উঠাইব . . . . যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে। . . . . এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে'' (যোহন ৬:৫৪,৫৭, ৫৮)। তাই অজ্ঞান বা অবিশ্বাসী এই ভোজের বাহ্যিক চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক দ্রহণ করলেও, এর দ্বারা যে বিষয়কে চিহ্নিত করা হয় বা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মুদ্রাঙ্কিত করা হয়, তা গ্রহণ করতে পারে না। তাই, বাইবেল এর বাহ্যিক চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্কেও অংশ গ্রহণ করতে অজ্ঞান বা অবিশ্বাসীদের নিষেধ করেছে, ''সে যদি তাঁহার শরীর না চেনে, তবে সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে'' (১করি ১১:২৯)। (১) খ্রীষ্ট যদিও সকলের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তিনি কিন্তু প্রভুর ভোজ সর্ব সাধারণের জন্য প্রস্তুত করেননি। তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করে, কেবল এমন শিষ্যদের জন্যই এই ভোজ প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই রাত পর্যন্ত যিহূদার প্রকৃত পরিচয় শিষ্যদের কাছে গুপ্ত ছিল। (২) আবার, মণ্ডলী প্রথম যুগে, প্রভুর ভোজে কেবল তাদের অংশ নিতে দেওয়া হয়েছিল, যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করে, বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে বিশ্বাসী জীবন-যাপনের পরিচয় বহন করত (প্রেরিত ২:৪১,৪২; ১করি ৫:১৩;২থিষ ৩:৬)। এই কারণে, পবিত্র প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণের সময়, আমরা গ্রহণকারীর দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব। (ক) বিশ্বাসী হিসাবে যীশুকে বিশ্বাস করার অর্থ বা জ্ঞান তার যথেষ্ঠ আছে কিনা। (খ) সেই বিশ্বাস স্বীকারোক্তি অনুসারে ব্যবহারিক জীবনে সে প্রভুর আদেশ পালনের জীবন যাপন করে কিনা।

আমাদের পরিত্রাণ আমাদের কাজের উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের পরিত্রাণ অপর এক ব্যক্তির কাজের উপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, যীশু খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের উপরই তা নির্ভরশীল। আমরা যা করতে পারিনি, তিনি আমাদের পরিবর্তে তা করেছেন। তিনি মরেছেন, যেন আমাদের মরতে না হয়। তাঁর রক্তের মাধ্যমে তিনি আমাদের পাপের জরিমানা দিয়েছেন। তাই, ঈশ্বরের প্রজা হিসাবে আমরা তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পেরেছি। এর দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করি। কারণ, তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত (গালা ২:২০)। তাঁর শক্তিতে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করি।

খ্রীষ্টের পাতিত রক্তের দ্বারা আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছি। আমরা খ্রীষ্টের পাতিত রক্তের গুণে বিশ্বাসী জীবন যাপন করি। আমরা যদি খ্রীষ্টের দ্বারা দত্ত পরিত্রাণ গ্রহণে অনাগ্রহী হই, তাহলে, প্রভুর ভোজে আমাদের অংশগ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আপনার পরিত্রাণের জন্য কেবল খ্রীষ্টের উপর আস্থা স্থাপন করতে রাজী না হন, আপনার এই ভোজে অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি যদি আপনার পাপ থেকে পরিত্রাণার্থে খ্রীষ্টের আত্ম-বলিদানকে একমাত্র উপায় হিসাবে স্বীকার করেন এবং সেই স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁর আদেশ পালন করে থাকেন, তাহলে প্রভুরক ভোজে অংশগ্রহণ আপনার কাছে হবে মহা আশীর্বাদের -যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুকে স্মরণ করা, তাঁর দ্বারা ক্ষমা লাভ করা, কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রশংসা করা ও ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে চুক্তিতে সংযুক্ত হওয়াকে স্বীকার করা-এর চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com